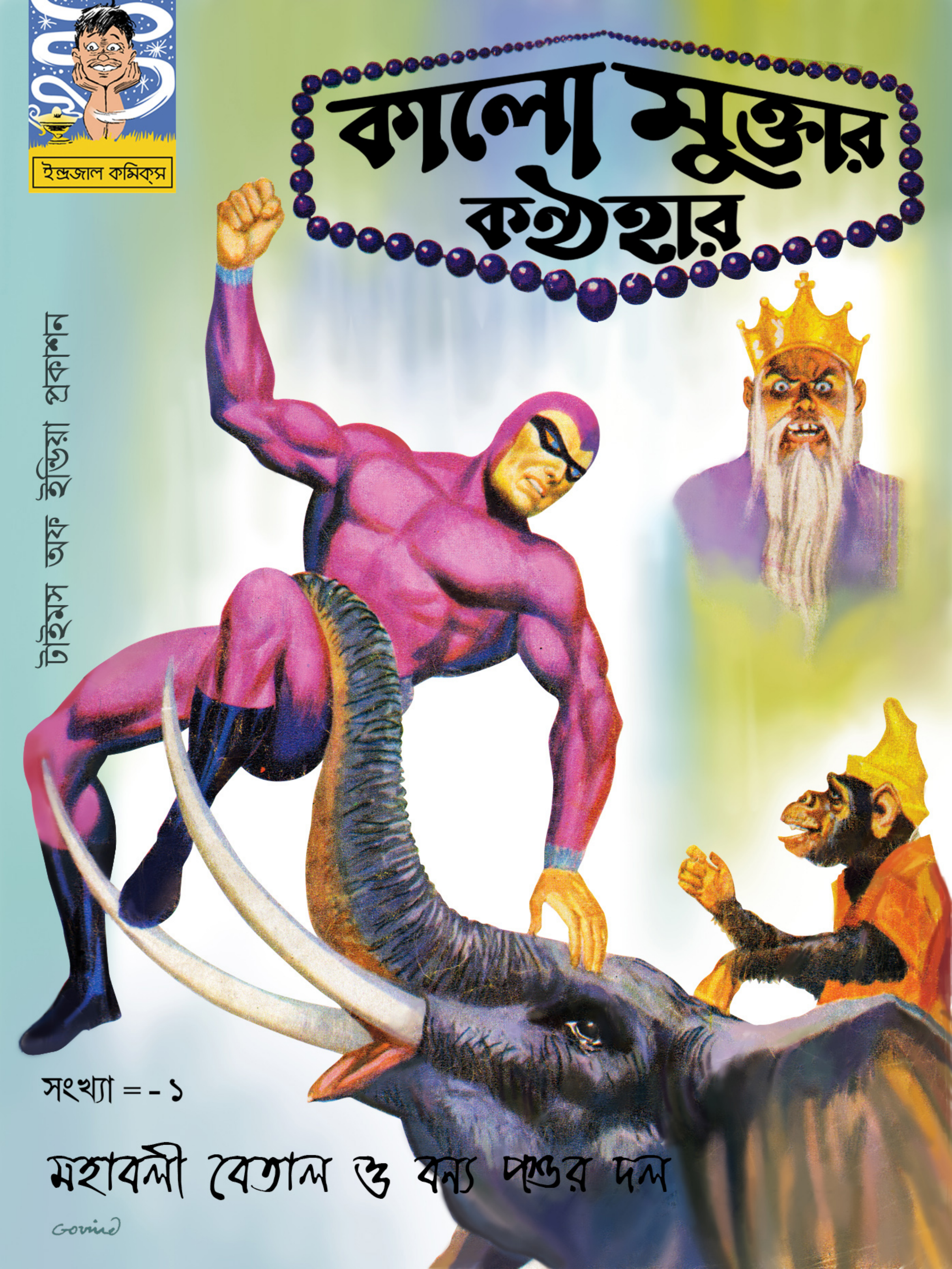
ইন্দ্রজাল কমিক্স
কালো মুক্তার কণ্ঠহার
টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশন
সংখ্যা = - ১
মহাবলী বেতাল ও বন্য পশুর দল
Govind

গুনধর

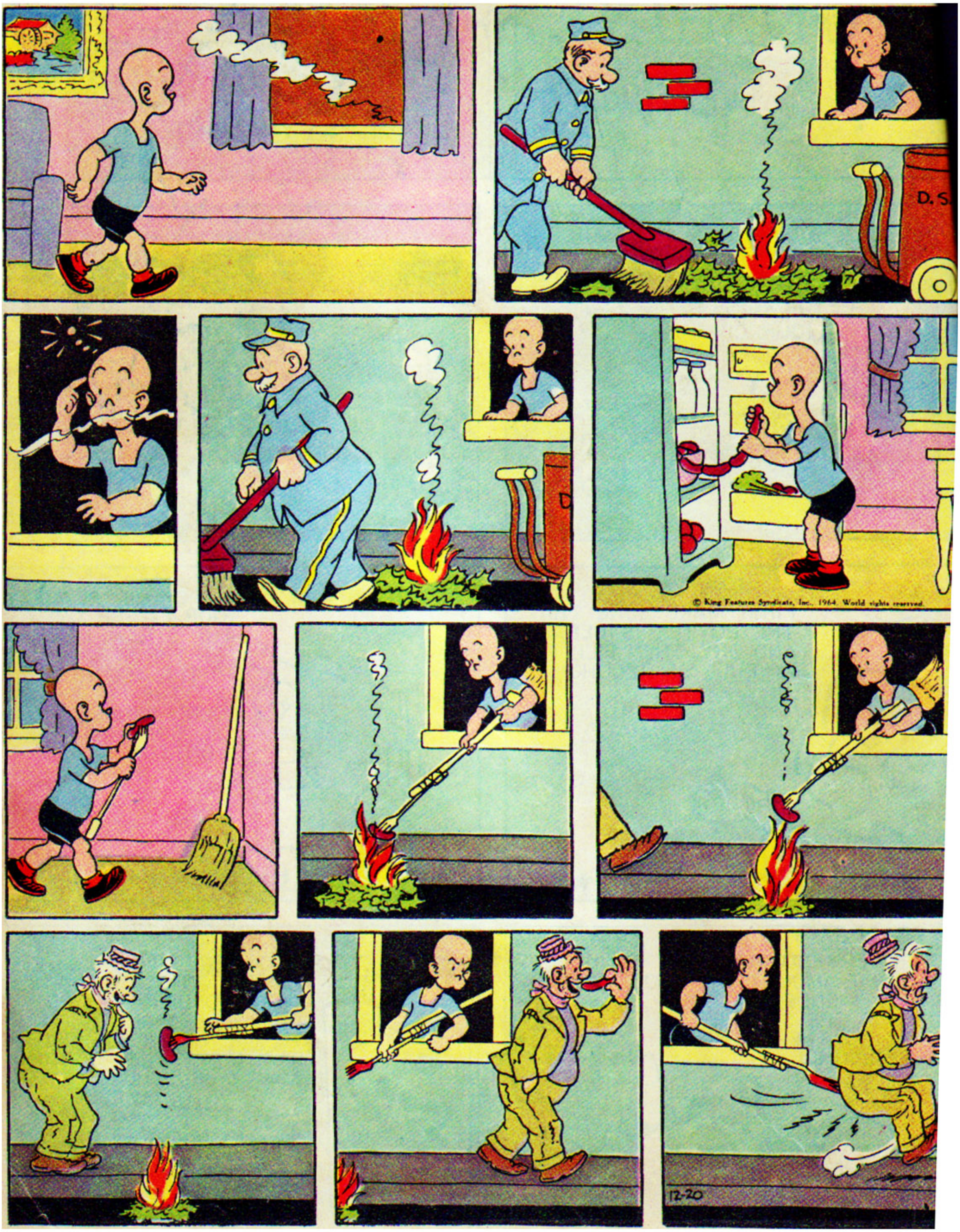

D.S.
© King Features Syndicate, Inc., 1964. World rights reserved.
12-20

কালো মুক্তোর কণ্ঠহার
কালো মুক্তোর মালাটা দুর্গের মাথায় ছোট্টো ঘরটায় রয়েছে।
কাজটা কঠিন ওস্তাদ! কিন্তু ওটা আমরা হাতাবোই!
ওস্তাদ আর তার দলবল ডেনকালিতে হাজির 'বিশেষ' কারনে...
ঐ দুর্গেই আছে মূল্যবান রাজকীয় হার ছাড়াও অনেক মনি মানিক্য।
ইস আমি ওটাই সবসময় দেখতে চেয়েছি।
...ঠিক তখনই ডায়ানা চলেছে মূল্যবান পাথরের সংগ্রহ দেখতে...
ইস! কি সুন্দর...
...সবাই প্রদর্শকের সাথে চলে যাবার পরেও ডায়ানা মোহিত হয়ে থাকে কালো মুক্তার হারের মায়ায়...
এ...একি?
না না ফিরে আয়...
নেকলেশটা নেই...
একটা ছোট্টো পাখি নিয়ে পালালো...
পাখি? ওকে সার্চ করো

একটা মেয়ের কাছে আমরা হেরে গেছি ওস্তাদ। বলে কিনা পাখি নিয়ে উড়ে গেছে।
নিশ্চয়ই কোন সাকরেদের কাছে চালান করে দিয়েছে নজর রাখো ওর ওপরে।
কিন্তু আমিতো বলছি একটা পাখি ওটা নিয়ে পালিয়েছে!
বাহ! ভালো গপ্পো বানিয়েছ তো। জানো রাজার ভাঁড়ারে চুরি মানে ফাঁসি?
ডায়ানা গ্রেপ্তার? অসম্ভব...
এই কুঠুরীতে ডায়ানা বন্দী। ওর সাথে কথা বলা দরকার।
বিশ্বাস করো একটা পাখি জানালা দিয়ে উড়ে এসে হারটা নিয়ে উড়ে পালালো।
এইবার?
এইবার!
এইবার... ধরেছি ওর সাকরেদটাকে...
দুঃখিত... (কান্না) আমার জন্যেই (কান্না)...
কান্নার সময় নেই ডায়ানা আমাদের জানতে হবে আসল চোরটা কে?
ডায়ানা ও বেতাল রাজার জেলখানায় বন্দী!
সত্যিই কি ওরাই চুরি করেছে হারটা?
আর কে করবে? পাখির গপ্পোটা তুমি বিশ্বাস করো? তাছাড়া ঐ মুখোশধারী?
জেলার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

ফাঁসির দড়ি দেখলে ওরা সুর সুর করে সব বলে দেবে হারটা কোথায় আছে।
হ্যাঁ, বললেও তো ওদের ফাঁসি হবেই।
বাঁদরটা কি যেন ছুঁড়লো?
চাবি!
খুলেছে..., চিরকুটে কি লেখা?
এটা.... ওঃ আশ্চর্য... ...দ্যাখো
বিনা দোষে কেউ সাজা পাক তা আমি চাইনে, তাই চাবিটা নিয়ে মুক্ত হও, হারটা আমিই সরিয়েছি - পশুরাজ
যাঃ বাবা, পশুরাজ আবার কে ? প্রথমে হার নিয়ে পাখিটা... তারপর... বাঁদরটা চাবি নিয়ে.....
আগে তো বেরিয়ে পড়ি পরে ভাববো এটা নিয়ে...
থামো! নয়তো গুলি চালাবো
দুঃখিত তাড়া আছে..

খোঁজো... ওরা পালিয়েছে...
ওঃ ওরা কি আমাদের ধরে ফেলবে?
শ্‌শ্‌শ্‌
সবুর করো ডায়ানা, আগে দেখি রাস্তা ফাঁকা কিনা...
মমমম.
চলে এসো ডায়ানা,.. একি? কোথায় গেল?
রুমালটা! এটা ফেলে ও চলে যাবে না। তাহলে কি রক্ষীরা ওকে ধরে ফেললো?
মেয়েটার কোনো খবর পাওয়া গেল? আর ওর সাকরেদটার?
নাঃ, দুজনেই যেন হাওয়া হয়ে গেছে।
যতই চেঁচাও খুকুমনি! কেউই শুনতে পাবেনা।
বাঁচাও বাঁচাও
কিন্তু ডায়ানা গরম কড়াই থেকে একেবারে উনুনে
কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? পশুরাজের কাছে?
এ্যাঁ...
ওস্তাদের তো অনেক নাম... কিন্তু পশুরাজ? নাঃ এ নাম কখনো শুনিনি।

খাসা কাজ হয়েছে। এখন বলোতো খুকুমনি, মুক্তোর হারটা কোথায়?
এই জন্যে আমাকে ধরে এনেছো? ভুল করেছো। হারটা আমার কাছে নেই।
দুষ্টুমি করোনা খুকু! শিগগীর বলে ফেলো কোথায় হারটা, নয়তো বুঝবে লোকে কেন আমায় ওস্তাদ বলে।
কোনো কাজ হচ্ছে না ওস্তাদ!
হবে ওকে ছেড়ে দাও
ছেড়ে দেবো?
ওর পিছু নাও। তাহলেই হারটা পাওয়া যাবে।
কিন্তু ডায়ানা চলে যাবার পরই....
ডায়ানা! কোথায় ছিলে?
কতোগুলো দুষমন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল... আর...
...ওস্তাদ নামে একটা লোক সে ও ঐ হারটা খুঁজছে...
ঐ যে বাঁদরটা! যে চাবি এনেছিল।
সাবাশ তুফান! আমরা ঐ বাঁদরটার পিছু নেবো। ঐ আমাদের পৌঁছে দেবে পশুরাজের কাছে।
পিছু নেওয়া গুন্ডার দল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে

বাঁচতে চাইলে পালাও! ও আসছে...
পশুরাজ?
বুনো হাতির পাল ধ্বংস করে চলে জংলীদের গ্রাম.....
আশ্চর্য! হাতিগুলো যেন জেনে বুঝেই দল বেঁধে গ্রামটা ধ্বংস করে গেলো।
ঐ যে হাতির পিঠে কে যেন বসে!
ঐ কি পশুরাজ?
ব্যাঙ্ক
থামো! নয়তো গুলি চালাবো!
কেউই মানে না ওর হুকুম...... হাতিটা ভেঙে চলে গ্রামীন ব্যাঙ্কটা
হাতে নাতে তোমাকে ধরেছি পশুরাজ!
আরে! এটাতো একটা শিম্পানজী...
পশুরাজের আর এক অনুগত ভৃত্য
হাতির পিঠে শিম্পানজী আরে...
বেতাল ও শিম্পানজীর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দ করে পশুটা...

যেন হুকুম মেনেই হাতিটা বেতালকে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে দেয়।
শিম্পানজী আর হাতিটা মিলে গ্রামটা শেষ করে ব্যাংক লুটে পালালো!
হাতির পায়ের ছাপ আমাদের পশুরাজের কাছে পৌঁছে দেবে!
যদি সত্যিই পশুরাজ বলে কেউ থাকে!
হুমম! পায়ের ছাপ শেষ! এখন পশুরাজকে খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা...
বেতাল ও ডায়ানা যখন শিম্পানজীর হুকুমে এগিয়ে চলা হাতির পালকে খুঁজতে থাকে...
...তখনই এক সেরা জুয়া ঘরের বাইরে
ওরে ওভাই শজারু ....
ওঃ~
এটা...
...মাগো
একটা শজারু...
আমাকে বেরতে দাও...

দারুন কাজ শাজারু ভাই সাবাশ...
এই কি তবে পশুরাজ?
পশুরাজের হদিস আমাদের বার করতেই হবে একি এখানে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?
বন্দুকটা আমাকে দাও!
ওঃ ছেড়ে দাও আরে আমিতো খুঁজছি কে আমাকে লুঠে নিলো
মনে হচ্ছে এর মধ্যেও পশুরাজ...বাঘা গন্ধ পেলি?
জুয়া ঘরের মালিক বলল শাজারুর ভয়ে সবাই সরে যেতেই তার টাকা গুলো গায়েব হয়ে গেছে!
একটা জুয়ার ঘুঁটি! এইবার মনে হয় ঠিক রাস্তা পাওয়া গেছে।
আরও একটা জুয়ার ঘুঁটি! মনে হচ্ছে কেউ যেন হিসেব করে সাজিয়ে রেখেছে...
বন্দুর পথে নিশানা রাখতে বেতাল পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করে...
একি? একদল বাঁদর ঠিক বন্দুর মতো...
সত্যি কি মিস্টি!

এদের শেখানো হয়েছে! নিশ্চয়ই পশুরাজের পশুর দল এরা!
সিংহের পাল! নির্ভুল লক্ষে গুলি চালাতে হবে!
কিন্তু বাঁচার একমাত্র সম্বল পিস্তল দুটো বানরেরা হাতিয়ে নিয়েছে!
ওর পিস্তল নেই! খালি হাতে লড়াই করে চলে সিংহের সাথে!
কিন্তু অন্য সিংহটা পাকা মুষ্টিযোদ্ধার মতো থাবা দিয়ে আঘাত করে।
অসহায় জ্ঞানহীন দেহটার দিকে হিংস্র দাঁতগুলো নেমে আসে...
ছোট্টো ছানার মতো ওকে তুলে ধরে সিংহটা! ডায়ানার পোষাক ধরে টানতে থাকে খুব ধীরে...
বাঘা বোকো সিংহগুলো তাদের ক্ষতি করবে না! সে পশুদের ভাষা বোঝে।
লুকানো একটা দরজা খুলে যায়...

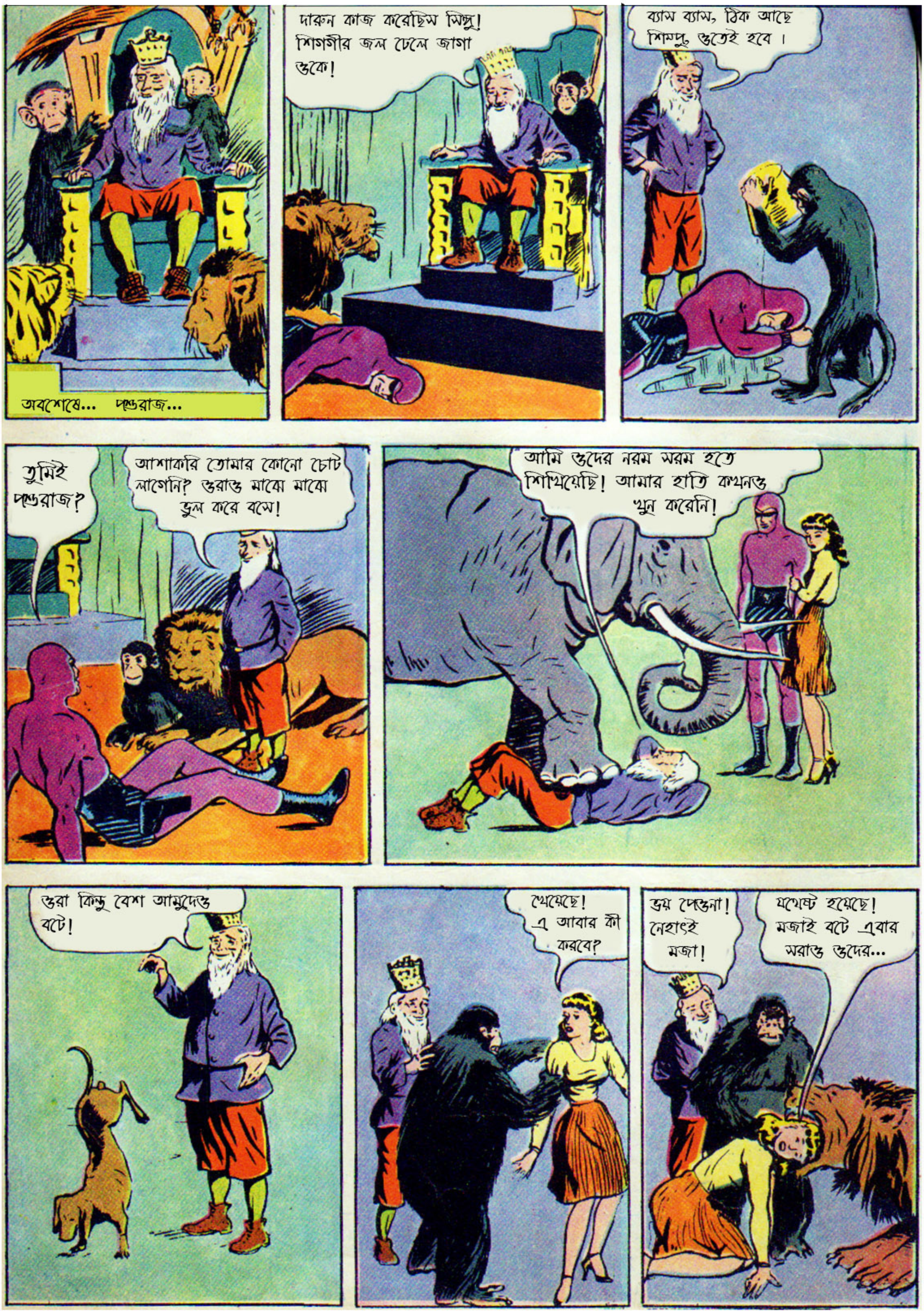
অবশেষে... পশুরাজ...
দারুন কাজ করেছিস সিন্ধু! শিগগীর জল ঢেলে জাগা ওকে!
ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে শিমপু, ওতেই হবে।
তুমিই পশুরাজ?
আশাকরি তোমার কোনো চোট লাগেনি? ওরাও মাঝে মাঝে ভুল করে বসে!
আমি ওদের নরম সরম হতে শিখিয়েছি! আমার হাতি কখনও খুন করেনি!
ওরা কিন্তু বেশ আমুদেও বটে!
খেয়েছে! এ আবার কী করবে?
ভয় পেওনা! নেহাৎই মজা!
যথেষ্ট হয়েছে! মজাই বটে এবার সরাও ওদের...

...উঃ মা যদি দেখতো এটা
আমি না বললে ওরা কোনো ক্ষতি করবে না!
আমাদের নিয়ে কি করতে চাও?
আমাদের অতিথিদের কিছু খেলা দেখানো যাক।
পকেটমারের পাঠশালা?
ভাগ্যিস চালাক ছোটু তোমার পিস্তল হাতিয়েছিল নয়তো তুমি সিন্ধুকে গুলি করে বসতে!
এই এইতো হারটা! এর জন্যেই লোকে ডায়ানাকে চোর বলছে...
তাইতো
কেমন? আমার বন্ধুরা বেশ ধুরন্ধর তাই না?
হ্যা কিন্তু...
কিন্তু এদের চুরি আর লুটতরাজ করতে শিখিয়েছ কেন?
প্রতিশোধ! মানুষের বিরুদ্ধে, যারা এদের গৃহহীন করেছে।
পশুরাজ বলে চলে....
ছোটোবেলায় দেখেছি নিষ্পাপ অসহায় পশুদের শিকারীরা হত্যা করছে!
আমি দেখেছি মানুষ পশুদের চারণভূমি, জলাশয় দখল করে ঘরবাড়ি বানাচ্ছে!

আমি সেদিনের অপেক্ষায় যেদিন পশুরা মানুষকে শহর, গ্রাম ছাড়া করে নিজেদের জায়গা পুনর্দখল করবে!
বেতাল আমি জানি তুমি পশুদের ভালোবাসো! আমি বুড়ো হয়েছি। এবার তুমি ওদের ভার নিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণ করো।
লোকটা জঘন্য পাগল একটা !
আমি রাজি হবার আগে এই হারটা ফেরৎ দিতে হবে!
নিশ্চয়ই! ডায়না এটা ফেরৎ দিয়ে আসা পর্যন্ত তুমি আমার বন্দী থাকবে।
সিম্বু তোমায় জঙ্গলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।
ভেবো না আমি এই ফিরলাম বলে
ওকে খুঁজে না পাওয়া গেলে শাস্তি পাবে তোমরা।
কিন্তু ওস্তাদ, ও তো লোকটার সাথে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেছে।
ওস্তাদ আর তার দলবল অপেক্ষা করে থাকে ডায়নার জন্যে....
জঙ্গল তো শেষ হয়ে... সিম্বু.... এবার তুমি ফিরে যাও
খোকারা যে তোমার অপেক্ষায় আছে খুকুমনি
উহ্
বামাল সমেত পেয়েছি

ওস্তাদ! একটা সিংহ...
আমি ঠেকাচ্ছি... জলদি গাড়ি চালু কর
একটুর জন্যে রক্ষে! কিন্তু খুকুর কী হবে?
ওকে শেষ করতে হবে।
কাজটা একটু নিষ্ঠুর বটে। তা বলে সাক্ষী রেখে তো যেতে পারিনে।
একটা টাইম বোমা
ডায়ানার এতক্ষনে ফেরা উচিৎ ছিল।
দ্যাখো হয়তো কেটে পড়েছে। মেয়েদের বিশ্বাস কোরো না। বরং পশুরা অনেক বিশ্বাসী।
সিন্থু! কেউ ওকে গুলি করেছে
ডায়ানার কিছু একটা হয়েছে আমাকে যেতেই হবে
আমিও যাই তোমার সাথে। ওর রুমালের গন্ধ থেকে আমার পশুরা ওকে খুঁজে বার করে ফেলবে ...
ও যদি মাইলখানেকের মধ্যে থাকে তবে খুজে পেতে অসুবিধা হবেনা।
সিন্থুকে যেখানে গুলি করেছিল সেখান থেকে পশুরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে

অভিনব খোঁজের শুরু...
সিঙ্গুর সাথে চলো তুই ওকে খুঁজে পাবে।
দশটা মিনিট সময় হাতে ও ভাবছে ওকে ফেলে পালিয়েছি... কান্না... জানতেও পারবে না
গররররররর
খোলা জানালার কাছে সিঙ্গু দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিচিত গন্ধ পায় উষ্ণ বাতাসে, সে গর্জন করে ওঠে...
কেটে পড়ার সময় হলো... একি.. কিসের শব্দ
আমাদের চারদিকে চিড়িয়াখানা ওস্তাদ!
একটা সিংহ... ওঃ সিঙ্গু! আমার সিঙ্গু সোনা
সিংহ! বাঁচতে চাইলে পালাও
বাঁচাও
ডায়ানার গলা?

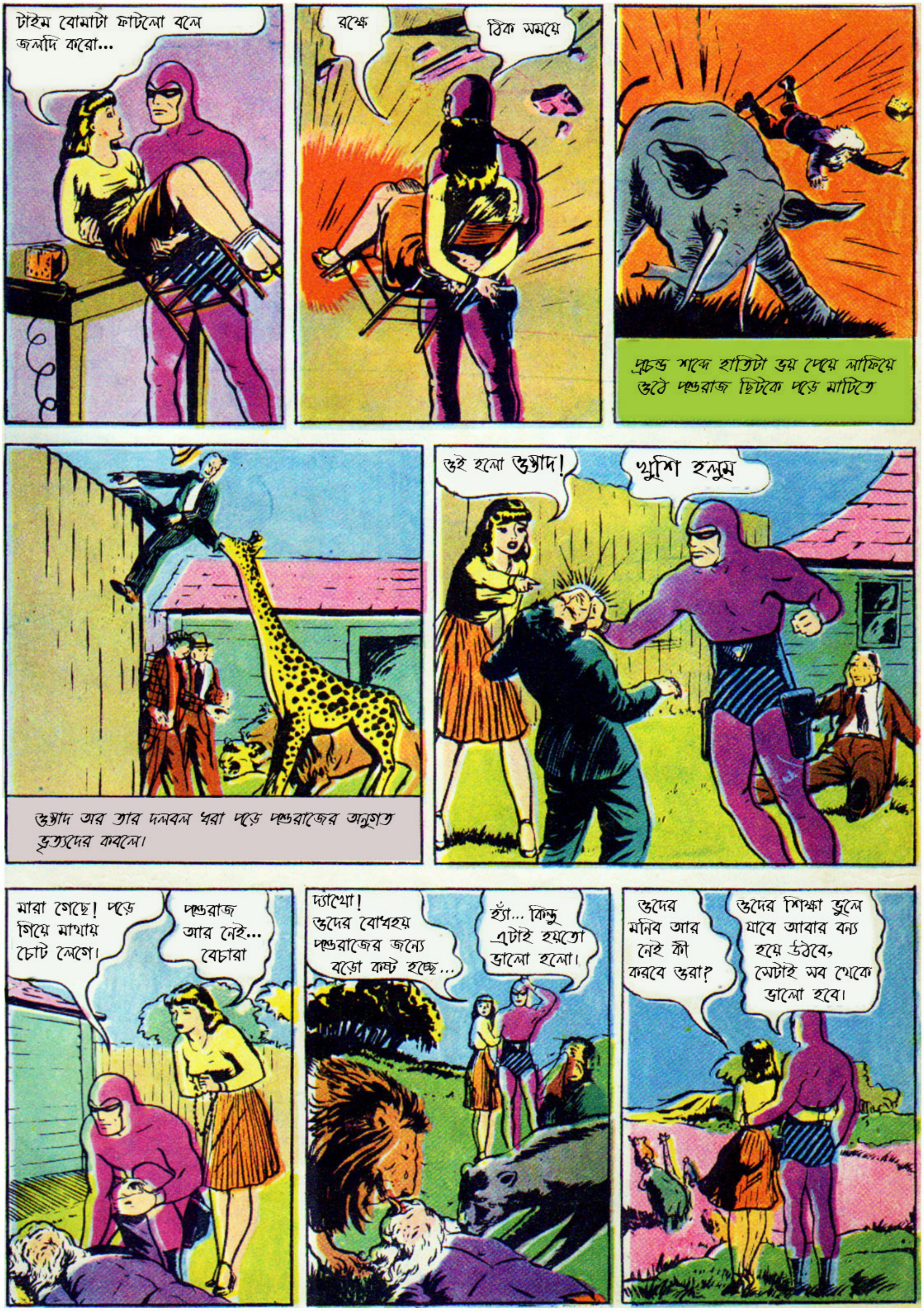
টাইম বোমাটা ফাটলো বলে জলদি করো...
রক্ষে
ঠিক সময়ে
প্রচন্ড শব্দে হাতিটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে পশুরাজ ছিটকে পড়ে মাটিতে
ওস্তাদ আর তার দলবল ধরা পড়ে পশুরাজের অনুগত ভৃত্যদের কবলে।
ওই হলো ওস্তাদ!
খুশি হলুম
মারা গেছে! পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে।
পশুরাজ আর নেই... বেচারা
দ্যাখো! ওদের বোধহয় পশুরাজের জন্যে বড়ো কষ্ট হচ্ছে...
হ্যাঁ... কিন্তু এটাই হয়তো ভালো হলো।
ওদের মনিব আর নেই কী করবে ওরা?
ওদের শিক্ষা ভুলে যাবে আবার বন্য হয়ে উঠবে, সেটাই সব থেকে ভালো হবে।

KING FEATURES SYNDICATE, Inc., WORLD RIGHTS RESERVED

ভিক্স্ ভেপোরাব সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয়… আপনার বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজতর ক'রে তোলে…রাতভোর ভালভাবে ঘুমুতে দেয়!

আরামের জন্যে বাচ্চা আপনার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। তাই আপনার বাচ্চার যখন সর্দির যাতনা হয় ও সর্দির সব প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়—নাক দিয়ে কাঁচাজল গড়ানো, চোখ ছলছল করা, গলা ভেঙ্গে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট—তখন ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ ক'রে দেবেন।

বাচ্চার সর্দিতে ভিক্স্ ভেপোরাব সবচেয়ে ভাল ওষুধ কারণ যেখানে যেখানে সর্দি চেপে বসে যেমন নাকে গলায় ও বুকে সর্দি-আক্রান্ত এইসব জায়গাতেই এটি কার্যকারীভাবে অথচ ধীরেসুস্থে কাজ করে।

সোজা ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করে গরম কাপড়ে ঢেকেঢুকে বাচ্চাকে আরামে বিছানায় শুইয়ে দেবেন। আপনার বাচ্চা যখন সারারাত অঘোরে ঘুমুবে, ভিক্স্ ভেপোরাব একটানা তার কাজ চালিয়ে যাবে। সকাল-হলেই দেখবেন সর্দির চরম জের কেটে গেছে ও আপনার অত আদরের বাচ্চা ঘুম ভেঙ্গে আবার হাসিখুশি মনে খেলায় মেতেছে।

শোবার সময় সর্দি-আক্রান্ত সব জায়গায় ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করুন…

ভিক্স্ ভেপোরাবের আশ্চর্য ২-ধারা ক্রিয়া

শরীরের ওপর ক্রিয়াঃ ত্বকের ওপর ভেপোরাবের [illegible] আপনার বাচ্চাকে সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেয়। [illegible] ভেপোরাবের [illegible] ত্বকের ওপরে কাজ করে

শরীরের মধ্যে ক্রিয়াঃ শিশুর দেহের স্বাভাবিক তাপে ভেপোরাব [illegible] ভাপে পরিণত হয়। রাতে [illegible] ভাপ শিশু নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। শরীরের মধ্যে ভেপোরাবের এই ক্রিয়া নাক ও বুকের জমাট শ্লেষ্মা সরাতে [illegible] উপশম করে

ভিক্স্ ভেপোরাব

৩ রকম সাইজে

VV 454

Printed and published for the Proprietors Bennett, Coleman & Co., Ltd., by Pyarelal Sah at the Times of India Press, Bombay, India. Editor: Mahavir Adhikari.
Indrajal Comics. No December, 1965

Govind